নমো ধর্ম্মায়

ধর্ম্মমর্ম্মপ্রকাশিকা সভাহইতে

বিধবাবিবাহ বাদ

প্রথম খণ্ড

প্রকাশ হইল।

বঙ্গাব্দ ১২৬১ সম্বৎ ১০।

ফাল্গুন।

শ্রীরামপুরের তমোহর যন্ত্রে

শ্রী জে এচ্ পীটস সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

সন ১২৬১ সাল।

ভূমিকা।

কলিযুগে বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত করা কর্ত্তব্য কি না, ইত্যাকার প্রসঙ্গ সময়ে সময়ে নানাস্থানে আন্দোলিত হইয়া থাকে কিন্তু এপর্য্যন্ত কোনরূপ যথার্থ নির্ণয় হয় নাই কারণ যাঁহারা যাঁহারা এই প্রসঙ্গের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ জয়েচ্ছায় মুগ্ধ হইয়া কেহ কেহ বা পরাজয় ভয়ে ভীত হইয়া সৎপক্ষ পরিত্যাগ করত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে অক্ষম হয়েন, এপ্রযুক্ত বিধবাগণকে বিবাহ না দেওনেতে আমরা অধর্ম্ম ভাগি হইতেছি কি না তাহা নিশ্চয় সুদূরপরাহত হইয়াছে। এতন্নিমিত্ত আমাদিগের ধর্ম্ম-মর্ম্ম-প্রকাশিকা সভা হইতে কথিত বিষয়ের তথ্য নিরূপণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে, এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে আমরা বাদ রূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইব অর্থাৎ তাবতীয় শাস্ত্রকারকে অভ্রান্ত ভাবে পরিগ্রহ করিয়া সন্মীমাংসার পথে অনুগমন করত তত্ত্ব বুভুৎসার পরিসেবা করিব, সুতরাং আমরা আমাদিগের স্বকীয়

সংস্থাপনে জয় বা উচ্ছেদে পরাজয় বোধ না করিয়া যে
নিরূপে স্বরূপ নির্ণীত হইলেই জয় এবং তদভাবে পরা-
য় জ্ঞান করিব। অতএব এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আমরা যে পক্ষ
সংস্থাপন করিব তাহার আদ্যোপান্তে মনোভিনিবেশপূর্ব্বক
যে কোন করুণানিধি মহাশয় ব্যক্তি সদ্যুক্তি সহযোগে আ-
মাদিগের দোষাদোষ ব্যক্ত করিবেন তাহা আমরা শিরো-
ধার্য্য করত আপনাদিগকে অশেষ প্রকারে উপকৃত জ্ঞান
করিব কিমধিকং শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ জনেষ্বিতি।

শ্রীদীনবন্ধু ন্যায়রত্ন।

ধর্ম্ম-মর্ম্ম-প্রকাশিকা সভার অবৈতনিক

সহকারি সম্পাদক।

ভ্রমশোধন।

"গোভিল মুনি" স্থলে "মাধবাচার্য্য" পাঠ্য।

নমোধর্ম্মায়

বিধবাবিবাহ বাদ।

শিষ্য। "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না" এই প্রবন্ধে বিবিধ বিদ্যা বিশারদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে এক ক্ষুদ্র পুস্তক সম্প্রতি রচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করত সুঘোষিত করিতেছেন তাহা মহাশয়ের নয়ন গোচর হইয়াছে কি না?

গুরু। হাঁ, তাহা দর্শন করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণ হইয়াছি তদ্বিবরণ এই যে রাজকার্য্যোপযোগী সংস্কৃত ভাষায় রচনা শিক্ষা এবং রাজ কার্য্যোপযুক্ত শাস্ত্রে অভিনিবেশ, এই ফল দ্বয় সাধনার্থ রাজপুরুষদিগের প্রযত্নে কলিকাতা মহানগরী মধ্যে সংস্কৃত কালেজ নামক বিদ্যা মন্দিরের সংস্থাপন হয়। সুতরাং ঐ স্থানে যে ছাত্রেরা বিদ্যার্জ্জন করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা সংস্কৃত রচনা পক্ষে আমাদিগের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অপেক্ষায় অশেষ প্রকারে শব্দ পরিজ্ঞান প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং দায়ভাগাদি গ্রন্থে তাঁহাদিগের অসাধারণ প্র-

জ্ঞান নানা প্রকারে প্রকাশ হইয়া থাকে, এই দুই বিষয়ে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণ সতত অভিনিবিষ্ট থাকাতে আমাদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞানে পারদর্শিতা প্রকাশে সহজেই অক্ষম হয়েন, ইহাতে আমাদিগের ক্ষোভের সীমা থাকে না, কারণ সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণ রাজপুরুষদিগের সমীপে যাদৃশী প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাহাতে তাঁহারা যদ্যপি দিবার মধ্যে কিয়ৎকাল আমাদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রের সুকৌশল সমন্বিত মর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তবে আমাদিগের ভ্রম প্রমাদাদি দোষ রহিত প্রাচীন মুনিগণ প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রভা রাজপুরুষ মণ্ডলী মধ্যে অনায়াসে দীপ্তি প্রদান করিতে পারে। এক্ষণে আমাদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞান বিষয়ে উক্ত সংস্কৃত কালেজের কার্য্য সম্পাদক মহাশয় বর্ত্তমান পুস্তকে অসাধারণ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন, এই ব্যাপারাধীন উক্ত বিদ্যাগার মধ্যে যে ধর্ম্ম শাস্ত্রের মর্ম্মালোচনা হইতে থাকিবেক ইহা অনুমানে আমাদিগের চিত্ত আনন্দ রসে আর্দ্রীভূত হইতেছে।

শিষ্য। হাঁ মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ উদ্যোগ আমাদিগের সাংসারিক ব্যাপারে কল্যাণ ঘটাইবার নিমিত্তে প্রকাশ পাইতেছে অবশ্য অনুভব হইতে পারে, বিশেষতঃ উক্ত প্রবন্ধের প্রারম্ভেই প্রকাশ আছে যথা “ বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে ইহা এক্ষণে

অনেকেরই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে" এই অনিষ্ট নিং
ণাথ কলিযুগে বিধবাবিবাহকে শাস্ত্র সম্মত কর্ত্তব্য জানাইয়া
তাহা প্রচলিত করণার্থে বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত অনুরাগ
প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব জগদীশ্বরেচ্ছায় শাস্ত্রবিহিত
বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে আমাদিগের হিন্দু সমাজ হইতে
এক প্রধান অনিষ্ট জনক বিষয়ের মূলোৎপাটন হইতে
পারে।

গুরু। হাঁ, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে নানা অনিষ্টের
মূলচ্ছেদ হইবেক এবং তাহা প্রচলিত হওয়াও শাস্ত্র বিরুদ্ধ
নহে ইত্যাকার প্রসঙ্গ উক্ত পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। এই দুই
প্রসঙ্গ কতদূর পর্য্যন্ত সঙ্গত হইতে পারে সর্ব্বাগ্রে তদ্বিষয়ের
তথ্যাবধারণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, কারণ কোনরূপ ধর্ম্মসংক্রান্ত
প্রচলিত প্রথাকে উন্মূলন করণাধীন যদি শাস্ত্র বিধির উল্লঙ্ঘন
করা হয় ও জনতার উপকার না হইয়া অপকার জন্মে, তবে উন্মূ-
লন কারকে যে অধর্ম্ম এবং অপযশোভাজন হইতে হয় তাহা
কোন সুধীর ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না। অতএব
কথিত তথ্যানুসন্ধান বিষয়ে মনোভিনিবেশ করহ। সত্যাদি যু-
গত্রয়ে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রচলিত ছিল, ইহার বিবরণ
অনেক শাস্ত্রেই প্রকাশ আছে তন্মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার
প্রথম অধ্যায়ে প্রাপ্ত হইতেছে যথা :—

"অক্ষতা বা ক্ষতাচৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।
স্বৈরিণী যা পতিং হিত্বা সবর্ণং কামতশ্চরেৎ"॥

অর্থাৎ কোন বিধবা অক্ষত যোনি হউক কিম্বা ক্ষত যোনিই হউক তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ হইলে তাহাকে পুনর্ভূ বলা যায় কিন্তু পতি ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষ ভজনা করিলে তাহাকে স্বৈরিণী বলা যায়। এই মুনি বাক্যার্থে বোধ হইতেছে যে অন্যান্য যুগে ক্ষতাক্ষতযোনি উভয় প্রকারের বিধবার বিবাহ প্রচলিত ছিল, এবং লেখকবর কহিতেছেন যে কলিতে বিধবাবিবাহ ধর্ম্ম শাস্ত্রসম্মত। লেখকবরের এই বাক্য-কে সপ্রমাণ বোধ করিতে হইলে বিধবাবিবাহ যে সর্ব্বকালে শাস্ত্রীয় তাহা কোনক্রমে সন্দেহ স্থল হইতে পারে না। এবঞ্চ বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিলে যে নানা উপকার জন্মে তাহা লেখকবরের তাৎপর্য্যে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে। অত-এব যদ্যপি বিধবাবিবাহকে সর্ব্ব যুগেই শাস্ত্র সম্মত এবং জন পদের হিতকর বলিতে হয়। তবে বিধবাবিবাহের প্রথা কি কারণে এতাদৃশপ্রকারে ঘৃণিতভাবে অপ্রচলিত হইয়া রহিয়াছে যে সর্ব্ব দেশীয় হিন্দুর মধ্যে কোন বিধবারবিবাহ হইলে তা-হাকে ধর্ম্মোলঙ্ঘনকারিণী বলিয়া জাতিভ্রষ্টা করা হয়? অতএ-ব অবশ্য বলিতে হইবেক যে বিধবাবিবাহের প্রথা কলিযুগের প্রারম্ভে প্রচলিত থাকাতে সমূহ অনিষ্টের ঘটনা হইয়াছিল বা তাহা শাস্ত্র সম্মত নহে, এই কারণ দ্বয়ের একতর কারণেই

কিম্বা এতদুভয় কারণ সংমিলিত থাকাতেই তাহার মূলোৎপাটন হইয়াছে, ইহা অঙ্গীকার না করিলে পূর্ব্ব প্রচলিত বিধবাবিবাহের প্রথা অপ্রচলিত হইবার কারণ অপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে এই অপ্রচলিত প্রথাকে পুনঃ প্রচলিত করিলে তাহা হইতে যে বহুতর অনিষ্ট ঘটিবে না, এবং অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম করা হইবে না, তাহা লেখকবর কোন্ যুক্তিদ্বারা বুধগণের হৃদ্বোধ করাইতে পারিবেন ?

শিষ্য। বিধবাবিবাহকে কলিযুগে অশাস্ত্রীয়াদি বোধ করাইবার নিমিত্তে যে যুক্তি প্রদান করিলেন তাহা উপলব্ধি হইল, কিন্তু কলিযুগের প্রধান শাস্ত্র যে পরাশর সংহিতা তাহার চতুর্থাধ্যায়ে বিধবাবিবাহের বিধায়ক যে বচন প্রকাশিত আছে তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত পুস্তকে ধৃত করিয়াছেন যথা :—

" নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে" ॥

অর্থাৎ পতি অনুদ্দেশ হইলে মরিলে সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে ক্লীব স্থির হইলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্র বিহিত ইতি।

গুরু। পরাশরোক্ত পতি শব্দের প্রকৃত অর্থ তোমার বোধগম্য হয় নাই, উক্ত স্থলীয় পতিশব্দে বাগ্‌দানীয় পতিরূপ অর্থ বোধ করিতে হইবেক, এতাবতা বাগ্‌দানোত্তর কথিত

পরাশরোক্ত বচনে প্রকাশিত পঞ্চ আপদের মধ্যে কোন আ-পদ্ উপস্থিত হইলে উক্ত আপদ্ রহিত পতির সহিত বিবাহ বিধেয়, এই মর্ম্ম তুমি আপাততঃ স্বীকার করহ পশ্চাৎ ইহা অশেষ প্রকারে প্রতিপন্ন হইবেক।

শিষ্য। পতি শব্দের যে মর্ম্ম মহাশয় ব্যক্ত করিলেন তাহা আপাততঃ স্বীকার করিলাম, কিন্তু বাগ্দানীয় ব্যক্তিকে অর্থাৎ যাহাকে কন্যা দানের কথা প্রতিশ্রুত হয় তাহার প্রতি কি প্রমাণে পতি শব্দের উল্লেখ করিতে হয় তাহা প্রকাশে অনু-মতি হউক।

গুরু। বাগদানীয় ব্যক্তির প্রতি পতি শব্দের প্রয়োগ মনু-প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে তন্মধ্যে মনু যথা :—

"যস্যা ম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যে কৃতে পতিঃ।—অ ৯। ৬৯॥"

অর্থাৎ বাগ্দানের পর যে কন্যার পতি মরিবেক ইত্যাদি। অতএব পতি শব্দে বাগ্দানীয় পতিরূপ অর্থ গ্রহণ করণে কোন ক্রমে সন্দেহ করিবে না।

শিষ্য। মহাশয়ের উপদেশ ক্রমে পতি শব্দাধীন বাগ্দানীয় পতিরূপ অর্থবোধ করিতে পারিলাম ইহা সত্য, কিন্তু পতি শব্দের মুখ্যার্থ যে বিবাহ কর্ত্তা তাহা না বলিয়া যে গৌণার্থ রূপ বাগ্দানীয় পতি তাহা কি কারণে এ স্থলে স্বীকার করিব তাহা প্রকাশে অনুজ্ঞা হউক।

গুরু। এস্থলে পতি শব্দের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া গৌ-

ণার্থ স্বীকার না করিলে পরাশর ভাষ্যধৃত অদিত্যপুরাণাদির বচনের সহিত পরাশর বচনের বিরোধ হয় তন্মধ্যে আদিত্য-পুরাণীয় বচন যথা : —

"দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তকন্যা প্রদীয়তে॥
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়িদ্বিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্মযুদ্ধেন হিংসনং॥
বানপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশোবিধিদেশিতঃ।
বৃত্তস্বাধ্যাযসাপেক্ষমঘসংকোচনং তথা॥
প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকং।
সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্বধঃ॥
দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাং॥
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ।
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্তাদিক্রিয়াপিচ॥
ভৃগ্বগ্নিমরণঞ্চৈব বৃদ্ধাদিমরণন্তথা।
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ॥
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ।
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ॥"

অর্থাৎ দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, কমণ্ডলু ধারণ, দেবরদ্বারা পুত্রোৎ-পাদন, দত্তা কন্যার দান, দ্বিজাতির অসবর্ণাকন্যা বিবাহ, ধর্ম্ম যুদ্ধে আততায়ী ব্রাহ্মণের প্রাণবধ, বানপ্রস্থাশ্রমাবলম্বন, বেদা-ধ্যয়ন অনুসারে অশৌচ সংক্ষেপ, ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, পাতকির সংসর্গে দোষ, মধুপর্কে পশুবধ, দত্তক ও ঔরসভিন্ন

পুত্রপরিগ্রহ, গৃহস্থদ্বিজের শূদ্র মধ্যে দাস গোপাল ও অর্দ্ধ-সীরির অন্নভোজন, অতিদূর তির্থযাত্রা, শূদ্রকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের পাকাদি ক্রিয়া, উন্নতস্থান হইতে পতন, অগ্নি প্রবেশ, বৃদ্ধাদির মরণ, মহাত্মা পণ্ডিতেরা লোক রক্ষার নিমিত্তে কলির আদিতে প্রতিজ্ঞা ব্যবস্থা পূর্ব্বক এই সকল কর্ম্ম রহিত করিয়াছেন, অত-এব সাধুদিগের এই সমস্ত প্রতিজ্ঞা বেদের সদৃশ কার্য্যকারক হইবেক ইতি।

এই পুরাণে দত্তাকন্যার দান অর্থাৎ বিধবাবিবাহ কলিতে নিষিদ্ধ হইতেছে, এবং পরাশর মুনিও কলি ধর্ম্ম বক্তা, তাঁহার বচনের মধ্যে যে পতি শব্দ উল্লিখিত আছে তাহার মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে অথাৎ বিবাহ কর্ত্তাপতি বিয়োগে অন্যপতি স্বী-কার করারূপ তাৎপর্য্য ধার্য্য করিলে সুস্পষ্টরূপে বিরোধ প্র-কাশ পাইতেছে, অর্থাৎ এরূপ ব্যাখ্যায় পরাশর ভাষ্যধৃত আ-দিত্য পুরাণের নিষিদ্ধ বিধবাবিবাহের পক্ষে পরাশরের বিধি দেওয়া হয়, ইহা কোনক্রমে সঙ্গত হইতে পারে না।

শিষ্য। মহাশয় যে বিরোধ প্রকাশ করিলেন তাহাতো বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি সুন্দররূপে দুই প্রকারে সমাধা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে এক প্রকার এই যে পুরাণান্তর্গত দত্তা কন্যার পুনর্দান নিষেধকে বাগ্‌দত্তা কন্যার অন্য বরে দান নি-ষেধরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতাদৃশী ব্যাখ্যায় কোনরূপ বি-রোধের সম্ভব থাকিতে পারে না, কিন্তু যদি বিধবাবিবাহের

নিষেধবাদিরা উক্ত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়েন তবে তাহাঁদিগের সহিত বিরোধ ভঞ্জন হইতে পারে না, এই আশঙ্কায় বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যাসোক্ত মীমাংসা প্রকাশ করিয়া আর এক প্রকারে সমাধা করিয়াছেন। উক্ত বচন যথা :—

"শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধোযত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তযো র্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা ॥"

অর্থাৎ যে স্থলে বেদ স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইবেক সে স্থলে বেদই প্রমাণ আর স্মৃতি পুরাণের বিরোধ হইলে স্মৃতিই প্রমাণ। এই ব্যাস বচনের মর্ম্মানুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় উপসংহার বাক্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, "পরাশর সংহিতা স্মৃতি বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণ পুরাণ। পুরাণকর্ত্তা স্বয়ং ব্যবস্থা দিতেছেন যে স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে পুরাণ অনুসারে না চলিয়া স্মৃতি অনুসারে চলিতে হইবেক সুতরাং বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণে যদিই বিধবাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হয় তথাপি তদনুসারে না চলিয়া পরাশর সংহিতাতে বিধবাবিবাহের যে বিধি আছে তদনুসারে চলাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য স্থির হইতেছে"।

গুরু। উপস্থিত পত্তকে যে সমাধা দেখিয়া সুন্দররূপ সমাধা হইয়াছে বলিতেছ ইহাতে বোধ করি তুমি কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া শাস্ত্র বিরোধ মীমাংসার রীতি বিস্মৃত হইয়াছ। কারণ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ এই শাস্ত্রত্রয়ের

মধ্যে পরস্পর বিরোধ হইলে একের মান্যতায় অপরকে অমান্য করাই অধর্ম্ম জানিবা, যেহেতুক উক্ত শাস্ত্র ত্রয় আমাদিগের প্রধান শাস্ত্র, এবং এই তিন প্রকার শাস্ত্রকারেরাই আপ্ত অর্থাৎ অভ্রান্তরূপে পরিগণিত হয়েন, অতএব তাবতীয় শাস্ত্রকারের উক্তিকে এক ব্যক্তির উক্তির ন্যায় মান্য করাতেই ধর্ম্ম পালন করা হইয়া থাকে। তবে যেস্থলে পরস্পর বাক্যের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় সেই স্থলে কি কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা আবশ্যক। এতদুপলক্ষে এক লৌকিক উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে যথা, এক রাজা আপন প্রহরীকে আজ্ঞা দিলেন যে দণ্ডধারি ব্যক্তি মাত্রকে মন্নিকটে আনয়ন করহ, এই আজ্ঞাক্রমে প্রহরী এক দণ্ডধারি অশীতি পর বৃদ্ধকে আনয়ন করিলে যদি রাজা কহেন যে উহাকে আনয়ন করিও না তবে প্রহরী রাজার পূর্ব্ব আজ্ঞার সহিত পরের আজ্ঞার সম্পূর্ণ বিরোধ জ্ঞান করিয়াও এক আজ্ঞাকে হেলন পূর্ব্বক অপর আজ্ঞাকে মান্য করিতে পারে না। তাহাকে অবশ্যই রাজ বাক্যের বিশেষ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দণ্ডধারী শব্দে মল্ল দণ্ডধারিকে অবশ্যই বোধ করিতে হয়। এতাবতা রাজার শেষোক্ত নিষেধ বাক্যের অনুরোধে পূর্ব্বোক্ত বিধি বাক্যের বিশেষ তাৎপর্য্য অবশ্যই অবধারণ করিতে হয়। এইরূপে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ এই শাস্ত্রত্রয়ের মধ্যে বিরোধ হইলে বেদব্যাসোক্ত প্রমাণানুসারে এক শাস্ত্রের অর্থকে অপর শা-

স্ত্রের বিরোধি অর্থানুরোধে সঙ্কোচ অর্থাৎ অবিরোধি বিশেষ অর্থে উপপন্ন করিতে হয়; বর্ত্তমান পুস্তকোক্ত দ্বিতীয় সমাধার মর্ম্মানুসারে এক শাস্ত্রকে মান্য করিয়া অপর শাস্ত্রকে হেলন করা-যে মীমাংসা শাস্ত্র সিদ্ধ নহে তাহা কোন্ শাস্ত্র মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন? বিশেষতঃ পুস্তকধৃত মীমাংসক বচন যে ব্যাসোক্ত তাহা পুস্তকেই প্রকাশ আছে এবং অষ্টাদশ-পুরাণও যে ব্যাস প্রণীত তাহা সর্ব্ব জনে প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং এইক্ষণে এক প্রস্তাবান্তর উপস্থিত হইল, অর্থাৎ পুস্তক ধৃত কথিত ব্যাসোক্ত বচন এবং ব্যাস প্রণীত কথিত নারদীয় ও আদিত্যপুরাণ, এতৎদ্বয়ের মধ্যে যদি একতরকে মিথ্যা বলিয়া অমান্য করা হয় তবে বেদব্যাসকেও মিথ্যাবাদীরূপে পরিগৃহীত করা হয়। সুতরাং মিথ্যাবাদীকে সন্মীমাংসকরূপে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই আদর করিতে পারেন না। কিন্তু লেখকবর যে কি হেতুতে এতাদৃশ মিথ্যাবাদীর বাক্যকে মীমাংসা স্থলে আনয়ন করিয়াছেন তাহা সুবিচক্ষণ পাঠকগণ বিবেচনা মাত্রেই অবধারণ করিতে পারিবেন। এতাবতা আদিত্য পুরাণাদির অমান্যতায় পরাশর স্মৃতির মান্যতা প্রতিপন্ন করা কোনক্রমেই শাস্ত্র ও যুক্তি সম্মত নহে। তবে উক্তশাস্ত্রদ্বয়ের মধ্যে একের অর্থানুরোধে অপরের বিশেষার্থে তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যুক্তি ও মীমাংসা শাস্ত্রের সন্মত ইহা অবধার্য্য করিবা। এই অবধারণ ক্রমে গোভিল মুনি কৃত পরাশর ভাষ্য অর্থাৎ

পরাশর সংহিতার টীকা ধৃত আদিত্য পুরাণোক্ত তাৎপর্য্যের অনুরোধে পরাশরোক্ত বচনান্তর্গত পতি শব্দের বিশেষার্থে অর্থাৎ বাগ্দানীয় পতিরূপ অর্থে পরাশরের তাৎপর্য্য নিশ্চয় রূপে হৃদয়ঙ্গম করহ।

শিষ্য। মহাশয়ের উক্ত উপদেশাধীন আমি ভ্রান্তি কূপে নিক্ষিপ্ত হইলাম, কারণ মহাশয় যে বেদব্যাস মুনির মহিমা প্রকাশ পূর্ব্বক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়া পুরাণের মর্ম্মানুরোধে স্মৃতির অর্থ সংকোচ করিলেন সেই বেদব্যাসোক্ত বচনেই অবধারণ হইতেছে যে স্মৃতি পুরাণের মধ্যে দ্বৈধভাব অর্থাৎ বিরোধ উপস্থিত হইলে স্মৃতিই শ্রেষ্ঠস্বরূপে পরিগৃহীতা হইয়া থাকে, এবং বোধ করি এই মর্ম্মেই বিদ্যাসাগর মহাশয় স্মৃতির অর্থকে সংকোচ না করিয়া পুরাণোক্ত দত্তাশব্দার্থে বাগ্দত্তারূপ বিশেষার্থ প্রকাশ করিয়াছেন্।

গুরু। তুমি বলিতেছ যে বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য স্মৃতির অনুরোধে পরাশরের ভাষ্য ধৃত আদিত্য পুরাণের যে অর্থ সংকোচ করিয়াছেন তাহা যুক্তি যুক্ত হইয়াছে, ইহাতে বোধ হয় আমি যে আদিত্য পুরাণোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার তাৎপর্য্যের অনুরোধে পরাশরোক্ত বচনের সঙ্কোচ করিয়াছি তাহার আদ্যোপান্তে তুমি মনোভিনিবেশ করহ নাই, কারণ উক্ত আদিত্য পুরাণোক্ত বচনের মর্ম্ম যে বেদপ্রভায় প্রভা-

বাঞ্ছিত হইবে তাহা উক্ত বচনের শেষ ভাগে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত আছে তুমি তাহার প্রতি মনোযোগ না করিয়া কেবল বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্যের সম্ভ্রমে ভ্রান্তচিত্ত হইয়া তদ্ধৃত আদিত্য পুরাণকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছ মদুক্ত আদিত্য পুরাণকেও সেই ভাবে গ্রহণ করিয়াছ। অতএব এক আদিত্য পুরাণকে আমরা উভয়ে যেরূপ২ বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিয়াছি তাহার বিশেষ মর্ম্ম তোমার পরিজ্ঞান হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে, তুমি পক্ষপাত শূন্য বুদ্ধি দ্বারা অবধারণ করহ, স্মৃত্যুক্ত যে কতিপয় আচার কলিযুগের নিমিত্ত মহাত্ম ঋষিগণ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা সাধারণকে বিধি মত বিজ্ঞাপন করণার্থ বেঁদবিরোধ-ভঞ্জনকার বেদান্তসূত্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রকার অষ্টাদশ পুরাণ বক্তা বেদব্যাস মহামুনি আদিত্য পুরাণে প্রকটন করিয়া কহিয়াছেন যে মহাত্মগণ যেং নিষেধের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহাকে বেদের ন্যায় মান্য করিতে হইবে অর্থাৎ যাদৃশ বেদের মর্ম্মানুরোধে স্মৃতি ও পুরাণের বিশেষ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে তাদৃশ নিষেধ সূচক সাধুগণের প্রতিজ্ঞা-বাক্য সমস্তের অনুরোধে স্মৃতি বা যথাশ্রুত পুরাণের বিশেষ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবেক। এই মর্ম্মের কথিত ব্যাসোক্ত বচনচয়কেই গোভিল মুনি পরাশর সংহিতার টীকার মধ্যে ধৃত করিয়াছেন আমরাও সেই অনুসারে বর্ত্তমান উদ্যোগে অর্থাৎ পরাশরোক্ত বচনের মর্ম্ম

ব্যাখ্যারস্থলে উক্ত গোভিল মুনি ধৃত বচনের প্রধানাঙ্গউচ্ছেদ না করিয়া অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু পক্ষান্তরে বেদ-ব্যাস মুনি যে বাক্য দ্বারা কথিত আদিত্য পুরাণোক্ত বচনচয়ের প্রতি বেদবৎ আভাস প্রদান করিয়াছেন সেই অসাধারণ বাক্য-কে বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য আপন অভিপ্রায়ের উচ্ছেদক জ্ঞানে ধৃত করিতে না পারিয়া বেদব্যাস মুনির ও পরাশর ভাষ্যকার গোভিল মুনির মর্ম্মকে নষ্ট করিয়া সেই ভ্রষ্ট মর্ম্ম অবলীলাক্রমে সুঘোষিত করিয়াছেন, ইহা আমাদিগের পর-মাত্মীয়বর শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপযুক্ত কর্ম্ম হয় নাই, কারণ কলিকাতাস্থ যুবক হিন্দুগণের মধ্যে অধুনা তাঁহার যেরূপ প্রতিপত্তি নয়ন গোচর হইতেছে তাহাতে তিনি যথার্থ বাক্যকে অযথার্থ বলিলেও তাহা অনায়াসে যথার্থভাবে প্রতিপন্ন হইতে পারে, এমত স্থলে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মপ্রকাশ করাই যে তাঁহার অবশ্য করণীয় কর্ম্ম তাহা কিঞ্চিৎ কাল স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে তিনি আপনিই স্বীকার করিবেন। যাহাহউক তুমি নিঃসংশয়ে জানিবা যে পরাশরোক্ত বচনের মধ্যে যে পতি শব্দের উল্লেখ আছে তাহার বিশেষার্থরূপ বাগ্দানীয় পতি অবধারণ করিতে হইবে।

শিষ্য। মহাশয় উপদেশ প্রদান করিলেন যে পরাশর ভাষ্য ধৃত বেদতুল্য আদিত্য পুরাণের অনুরোধে পরাশরোক্ত বচনা-ন্তর্গত পতি শব্দের বিশেষার্থরূপ বাগ্দানীয় পতি বলিতে হই-

বেক। কিন্তু আমার এবিষয়ের সংশয় এপর্য্যন্ত সম্যক্‌প্রকারে পরিহার হইতেছে না, কারণ পরাশর মুনির বচনে আপদের উল্লেখ হইয়াছে কিন্তু ব্যবহারে তো বাগ্‌দানীয় পতিকে অন্যথা করিবার কোন সামান্য কারণ উপস্থিত হইলেও কোনরূপ আপদের অনুভব না হইবায় অনায়াসে পাত্রান্তরে কন্যা সম্প্রদান হইয়া থাকে? অতএব এই সংশয়উচ্ছেদে অনুমতি হউক।

এক। ব্যবহার ঘটিত বিষয়ের বিশেষ তাৎপর্য্য তমি হইতে পারহ নাই একারণ তুমি অমূলক সংশয়ে নিরভরিত হইতেছ, ইদানীন্তন অনেক স্থলে বাগ্‌দানের বিশেষ অনুষ্ঠান না হইয়াও এককালে কন্যা সম্প্রদান হইয়া থাকে, কিন্তু বৈদিক ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে বাগ্‌দানোত্তর পতিকে অন্যথা করিতে হইলে বিশেষ আপদ্ ভোগ হইয়া থাকে, এই মর্ম্মের যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত প্রমাণ প্রকাশ হইতেছে যথা :—

"সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যাং হরংস্তাং চোরদণ্ড ভাক্ ॥"

অর্থাৎ কন্যাকে এক বার বাগ্‌দত্তা করা বিধেয় বাগ্‌দানোত্তর বাগ্‌দানীয় পতি হইতে কন্যাকে হরণ করিলে চৌর দণ্ড প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বাগ্‌দানীয় পতিকে বাগ্‌দানোত্তর বিবাহের অনর্হ বোধ হইলে তাহাকে কন্যা সম্প্রদানকরা অবৈধ হইবে এই মর্ম্মে বশিষ্ঠমুনি বিধান করিয়াছেন যথা :—

কুল শীল বিহীনস্য পণ্ডাদি পতিতস্যচ।
অপস্মারিবিধর্ম্মস্য রোগিণাং বেশধারিণাং
দত্তা মপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোঢাং তথৈবচ॥"

অর্থাৎ কুল শীল বিহীন এবং ক্লীবাদি পতিত প্রভতি ব্যক্তিকে কন্যাদান প্রতিশ্রুত থাকিলেও দান করিবেক না। এতাদৃশ নিষেধ যাজ্ঞবল্ক্যের উক্ত বচনের শেষার্দ্ধেও প্রতীয়মান হইতেছে যথা :—

"দত্তামপি হরেৎ পূর্ব্বাৎ শ্রেয়াং শ্চেৎ বরআব্রজেৎ।—অ ১। ৫৬॥"

অর্থাৎ বাগ্দানীয় বরবিবাহের অনর্হ দোষে দুষ্ট হও উক্ত দোষ রহিত কোন বর উপস্থিত হয় তবে সেই অধমা কন্যাদান করিতে হইবে।

শিষ্য। মহাশয় কলিযুগের আচার প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য ও বশিষ্ঠ মুনি প্রণীত প্রমাণ আনয়ন করিয়া আমাকে উপদেশ প্রদান করিলেন কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় মন্বাদি মুনিগণোক্ত বচনের বলে যেরূপ সমাধা করিয়াছেন তাহাতে কলি প্রসঙ্গে পরাশর ভিন্ন কোন মুনির বাক্যই তো ধর্ত্তব্য হইতে পারে না?

গুরু। বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য যে প্রণালীক্রমে কলিযুগের প্রসঙ্গে অন্যান্য মুনির অনাদরে পরাশর মুনিকে মান্য করিয়াছেন তাহাতে তোমার এরূপ সংশয় হওয়া বিচিত্র নহে। অতএব অত্রস্থলে কথিত লিপি প্রণালীর মর্ম্ম প্রদর্শন করা

কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ মনু প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রথমাধ্যায়ে যুগ ভেদে ধর্ম্ম ভেদ হওনের যে প্রসঙ্গ লিখিত আছে তাহার প্রথমার্দ্ধই বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা—

"অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মা স্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ।।

অর্থাৎ যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাসহেতু সত্যযুগের ধর্ম্ম অন্য, ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম অন্য, দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম অন্য ইতি। মনুর এই বচনের পরেতেই যে বিশেষ২ যুগের নিমিত্তে যে বিশেষ২ ধর্ম্মের উল্লেখ আছে তাহা প্রদর্শন না করিয়া বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন যে—"মনু প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম এই মাত্র নির্দ্দেশ আছে ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করা নাই"। মনুর এই যে ন্যূনতা লেখকবর কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইল তাহা পূরণার্থে পরাশর সংহিতার প্রথমাধ্যায়ের বচন কথিত পুস্তকে ধৃত হইয়াছে যথা—

কৃতেতু মানবো ধর্ম্ম স্ত্রেতায়াং গৌতমঃস্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতঃ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ।।"

অর্থাৎ মনু নিরূপিত ধর্ম্ম সত্যযুগের ধর্ম্ম, গৌতম নিরূপিত ধর্ম্ম ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম, শঙ্খ লিখিত নিরূপিত ধর্ম্ম দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম, পরাশর নিরূপিত ধর্ম্ম কলিযুগের ধর্ম্ম। উক্ত কৌশলক্রমে বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মন্বাদি মুনিগণকে কলিযুগের ধর্ম্ম প্রযোজকরূপে প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু মনু ভিন্ন

ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম লিখিয়া তাহার বিশেষ পরশ্লোকেই ব্যক্ত করিয়াছেন যথা :—

"তপঃপরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞান মুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহু র্দানমেকং কলৌযুগে ॥"

অর্থাৎ সত্যযুগে তপস্যা প্রধান হওনে তাহার সাধনানুষ্ঠান, ত্রেতাযুগে আত্মজ্ঞান প্রধান হওনে তদনুরূপ অনুষ্ঠান, দ্বাপর যুগে যজ্ঞ প্রধান হইবায় তদনুরূপ বিধানের অনুষ্ঠান, কলি-যুগে দান প্রধান হওনেতে তাহার বিহিতানুষ্ঠান ইতি।

এই বচন মনুতে প্রকাশ থাকাতেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম মনুতে উল্লিখিত না থাকারূপ যে ন্যূনতা লেখকবর সূচনা করিয়াছিলেন তাহার বৈকল্য প্রতিপন্ন হইল। এক্ষণে পরাশর মুনি মন্বাদি মুনিগণকে আপন সংহিতা মধ্যে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যুগ ভেদে ধর্ম্ম ভেদ হওনের প্রসঙ্গ মনু যে শ্লোকদ্বয়ে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই পরাশর মুনি মনুর যথা সম্ভব গৌরবসূচক বচন প্রকাশপূর্ব্বক আপন সংহিতায় ধৃত করিয়াছেন। পরা-শরোক্ত মনু মাহাত্ম্য প্রকাশক বচন যথা :—

"নকশ্চি দ্বেদ কর্ত্তাচ বেদ স্মর্ত্তা চতুর্মুখঃ।
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃকল্পান্তরান্তরে ॥"

অর্থাৎ অনাদি বেদের কর্ত্তা কেহ নাই ব্রহ্মা বেদের স্মরণ কর্ত্তা সেই প্রকারেও মনু কল্প কল্পান্তরের নিমিত্ত বেঁদের স্মরণ করিয়াছেন ইতি। এই বচনের মর্ম্ম বিবেচনা করিলে অবশ্যই

অনুভব হইতে পারে যে মনু সংহিতায় বেদার্থ সম্যক্ প্রকারে সঙ্কলিত থাকা প্রযুক্ত বৃহস্পতি প্রভৃতি মুনিগণ যাদৃশ মনুর গৌরব সংস্থাপন করিয়াছেন পরাশর মুনিও মনুর মহাত্ম্য তাদৃশ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং শঙ্খ প্রভৃতি মুনিগণের আভাসে নানাবিধি পরাশরে প্রকাশ আছে। এই সমস্তের প্রকৃত মর্ম্ম মনো মধ্যে আন্দোলিত করিলে পরাশর মুনি যে অন্যান্য মুনির মর্ম্মানুসারে কলিযুগের নিমিত্ত সংহিতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশিষ্টরূপে উপলব্ধি হইতে পারে। বিশেষতঃ বেদব্যাস মুনি যে স্থলে মনু বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিবরগণের প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিবরণ অবগত থাকার কথা প্রকাশ পূর্ব্বক পরাশরের নিকট হইতে কলিযুগের বিধান শ্রবণার্থে প্রার্থিত হইলেন সে স্থলে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে মন্বাদি মুনিগণোক্ত বিধান যে প্রণালীক্রমে কলিযুগে নির্ব্বিবাদে প্রয়োগ হইতে পারে তাহারই প্রার্থনা বেদব্যাস মুনি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং পরাশর মুনিও তদনুসারে পরাশর সংহিতা প্রকটন করিয়াছেন। বর্ত্তমান রাজ্য শাসনের প্রণালী এই বিষয়ের এক সুন্দর উদাহরণ স্থল হইতে পারে, কারণ ভারতবর্ষের রাজ কার্য্য সম্পাদনার্থ গবর্ণমেণ্টে আইন সংস্থাপন হইয়া থাকে, পরে সেই আইন স্থল বিশেষে প্রয়োগ করা বিষয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা হইলে যে রীতিক্রমে সেই আইন প্রচলিত করিলে নির্ব্বিবাদ হইতে পারে

তাহা জানিবার জন্য মফঃসল আদালতের জজ সদর আদা-
লতের জজের নিকট প্রস্তাব করেন এবং সদরীয় জজ যথা
বিধানে আইন নিয়োগের উপায় লিপি দ্বারা সুঘোষিত
করিয়া থাকেন। এই লিপিকে কানষ্ট্রাকশ্যন বলা যায়।
এতাবতা গবর্ণমেণ্টের মেম্বরগণের সহিত মন্বাদি মুনিগণের
ও সদরীয় জজের সহিত পরাশরের ও মফঃসলীয় জজের
সহিত ব্যাসের এবং কানষ্ট্রকশ্যনের সহিত পরাশর
সংহিতার সুন্দররূপে উদাহরণ হইতে পারে। বস্তুতঃ
বিষয় ঘটিত ব্যাপার সম্পর্কে যদ্রূপ বিবাদের স্থল ভিন্ন
নির্ব্বিবাদের স্থলে কানষ্ট্রাকশ্যনের অভাবে আইন সহজেই
প্রচলিত হইয়া থাকে তদ্রূপ ধর্ম্মঘটিত ব্যাপার সম্পর্কে স-
বিবাদের স্থল ভিন্নে পরাশরোক্ত বিধানের অভাবে মন্বাদি
মুনিগণোক্ত বিধান সহজেই প্রচলিত হইয়া থাকে। মন্বা-
দিমুনিগণোক্ত বিধান প্রচলিত থাকার বিষয় ব্যবহার
প্রত্যক্ষে সতত প্রতীতি সিদ্ধ হইতেছে। অতএব কলিযু-
গের কার্য্যানুষ্ঠান সম্পর্কে মন্বাদিমুনিগণের অনাদরে পরাশর
মুনিকে মান্য করিবার আভাস কথিত পুস্তকে প্রকাশ থাকি-
লেও তুমি তাহা কোন ক্রমেই হৃদয়ে আদর করিও না।
বিশেষতঃ এক মুনির আদর করিয়া অপর মুনির অনাদর
করাতেই যে সমূহ অধর্ম্মের উপচয় হয় তাহা পূর্ব্বেই অবগত
হইয়াছ।

শিষ্য। মহাশয় আজ্ঞা করিলেন যে কলিযুগের মনুষ্যের অক্ষমতা বিবেচনায় মন্বাদিমুনিগণের মর্ম্মানুসারে পরাশর মুনি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। কিন্তু ইহাতে এক সংশয় উপস্থিত হইতেছে যে যদ্যপি পরাশরের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রভাবেই কলিযুগের ধর্ম্মানুষ্ঠান ঘটিত গোলযোগ হইতে নিস্তার হইতে পারা যায় তবে বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণ মধ্যে কলিধর্ম্মের নির্দ্দেশ থাকা তো বিফল হইয়া পড়িল।

গুরু। না. বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণে কলি ধর্ম্ম প্রকাশের বিশিষ্টরূপ সাফল্যই আছে বৈফল্যের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, তদ্বিবরণ শ্রবণ করহ। মন্বাদি মুনিগণোক্ত বিধান সমূহের মধ্যে যে সমস্ত বিধানের মর্ম্ম কলিযুগে প্রয়োগ করা সম্ভব সিদ্ধ হইতে পারে সেই সমস্তকেই কলির ভাবানুসারে পরাশর মুনি প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু যে সমস্ত বিধান আদৌ কলির পক্ষেই সৃষ্ট হয় নাই সে সমস্ত যে কলিতে অনুষ্ঠেয় নহে ইত্যাকারমর্ম্ম প্রদর্শন না করিলে গত্যন্তর নাই। কিন্তু তাহা স্মৃতি দ্বারা কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না কারণ বেদ ভিন্ন স্মৃত্যুক্ত বিধানকে কিছুতেই সঙ্কোচ করিতে সক্ষম নহে ইহা জৈমিনি সূত্রে প্রকাশ আছে যথা .—

"বিরোধেত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানং।"

অর্থাৎ স্মৃতির বিরোধি বেদ দৃষ্ট হইলে স্মৃত্যুক্ত বেদবিরোধি

বিধানের সঙ্কোচ হইতে পারে বেদ বিরোধ না হয় স্মৃতি-দ্বারা এমত বেদের অনুমান হইবেক ইতি। সুতরাং বেদ বিধানের তুল্য বিধান সংস্থাপনার্থ পরাশর ব্যাস প্রভৃতি মুনিবরগণ এক বাক্যতায় বেদের মর্ম্মানুসারে মন্বাদি স্মৃত্যুক্ত বিধান সমূহের মধ্যে কলিযুগের অননুষ্ঠেয় বিধানকে অকর্ত্তব্য বিজ্ঞাপন করেন। তাহাই বেদব্যাস মুনি বৃহন্নারদীয় ও আ-দিত্য পুরাণে প্রকটিত করিয়া কহিয়াছেন যে এই সমস্ত প্রতি-জ্ঞাকে বেদের ন্যায় প্রমাণ বোধ করিতে হইবেক, অর্থাৎ যদ্রূপ বেদবিরোধে স্মৃত্যুক্ত বিধান সঙ্কুচিত হইতে পারে তদ্রূপ উক্ত প্রতিজ্ঞার বিরোধে স্মৃতির বিধান সঙ্কোচ করা বিধেয় হই-বেক। এতদনুসারেই কলিযুগের অনুপযোগী মন্বাদির বিধান ব্যবহার প্রত্যক্ষে অপ্রচলিত হইয়াছে।

শিষ্য। মহাশয়ের উপদেশ আমার হৃদয়ঙ্গম হইল কিন্তু শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণ এই তিনের মধ্যে পুরাণই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল প্রমাণ বেদব্যাস কহিয়াছেন, অতএব এতাদৃশ দুর্ব্বল শাস্ত্রের মধ্যে এমত প্রবল ব্যাপার প্রকাশ করা কিরূপে ব্যাস মুনির যুক্তি যুক্ত বোধ হইয়াছিল তাহা উপলব্ধ হইতেছে না।

গুরু। পুরাণকে তুমি যেরূপ অপ্রমাণ্য ভাবে দুর্ব্বল বোধ করিয়াছ তাহাতে তোমার ভ্রান্তিই প্রকাশ পাইতেছে, কারণ পুরাণের বিশেষ গৌরব বেদব্যাস অনেক স্থানে সংস্থাপন করিয়াছেন তন্মধ্যে মহাভারতে প্রকাশ আছে যথা :—

"পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গোবেদশ্চিকিৎসিতং।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি নহন্তব্যানি হেতুভিঃ॥"

অর্থাৎ পুরাণ, মনুপ্রণীত ধর্ম্ম, সমুদিত অঙ্গ বিশিষ্ট বেদ, এবং চিকিৎসা শাস্ত্র এই শাস্ত্র চতুষ্টয় মীমাংসা শাস্ত্রের অনভিমত হেতু কর্ত্তৃক নষ্ট হইবার নহে ইতি। তবে পুরাণ ভূত কথা প্রকাশচ্ছলে প্রকারান্তরে বিধি নিষেধ প্রকাশ করিয়া থাকে, স্মৃতি স্বতঃ বিধি নিষেধ প্রকাশ করিয়াথাকে। সুতরাং স্মৃতিকে বিধি নিষেধের মুখ্য কারণ বলিতে হয়, পুরাণকে বিধি নিষেধের তাদৃশ কারণ বলা যায় না, এই বিবেচনায় স্মৃত্যুক্ত বিধি নিষেধের অনুরোধে পুরাণ প্রণীত বিধি নিষেধের অর্থ সঙ্কোচ করিতে হয় এতাবন্মাত্র, নতুবা পুরাণকে এমত দুর্ব্বল জ্ঞান করিতে বেদব্যাস মুনি কুত্রাপি আজ্ঞা প্রদান করেন নাই যে তদ্দ্বারা তোমার পুরাণকে অপ্রমাণ বোধ হইতে পারিবেক। এতাদৃশ মহিমান্বিত পুরাণের মধ্যে ঋষিদিগের কথিত প্রকার নিষেধের প্রতিজ্ঞা প্রকাশিত আছে। বিশেষতঃ ঋষিদিগের পূর্ব্ব কৃত প্রতিজ্ঞা পুরাণের লিপি প্রণালীর অনুরোধে যে পুরাণেই প্রকাশ করিতে হয় তাহা শাস্ত্র মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ অবশ্য স্বীকার করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পরে এই প্রতিজ্ঞা যে বেদের প্রভার সহিত ঋষিগণ প্রকাশ করিলেন এবং সেই প্রযুক্ত ইহাকে যে বেদের ন্যায় মান্য করিতে হইবেক ইহা বিজ্ঞাপনার্থ

বেদব্যাস মুনি কহিয়াছেন যে কলিযুগের নিমিত্ত যে সমস্ত অনুষ্ঠান মহাত্ম ঋষিগণ কলির প্রারম্ভে নিবর্ত্তিত করিলেন তাহা বেদোক্ত নিষেধের ন্যায় মান্য করিতে হইবেক।

শিষ্য। পরাশর ভাষ্যধৃত আদিত্য পুরাণের অসাধারণ গৌরব মহাশয় যে নানা প্রকার যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন তাহা আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। কিন্তু উক্ত গৌরবের প্রতিই কটাক্ষ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কহিয়াছেন যে—"বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণেই দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানের নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে অতএব বিধবাদিগের পক্ষে কলিযুগে জাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান কিরূপে শাস্ত্র সিদ্ধ হইতে পারে বরং তোমার অভিমত শাস্ত্রদ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে"। এতাবতা আদিত্য পুরাণাদিতে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যের নিষেধ থাকাতেও বিধবাদিগের যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান ব্যবহার সিদ্ধ আছে ইহাতেই কথিত পুরাণের অমান্যতা প্রতিপন্ন করা হইল। ফলতঃ এক প্রসঙ্গে যে শাস্ত্রের অনাদর প্রদর্শন হয় অন্য প্রসঙ্গে তাহার আদর সংস্থাপন করা সুদূরপরাহত হইয়া উঠে।

গুরু। এক শাস্ত্রের অনুরোধে অপর শাস্ত্রকে মান্য করাই যে অধর্ম্ম ইহা তোমার বিশিষ্টরূপে হৃদ্বোধ হইয়াছিল তথাপি কুসংস্কার দোষে বারম্বার ঐ অকথ্য বাক্য ব্যয় করি-

তেছ। যাহাহউক পুরাণে যে ব্রহ্মচর্য্যের উল্লেখ আছে তাহা বিধবাদিগের আদরণীয় হইতে পারে কি না ইহা আদৌ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। উক্ত পুরাণে সামান্যাকারে ব্রহ্মচর্য্য কথিত হইয়াছে, অতএব কথিত ব্রহ্মচর্য্যকেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য বলিতে হইবে। মন্বাদি মুনিগণ যে ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশ করেন তাহাকেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য বলিতে হয়, এই মুনিগণের মধ্যে দক্ষোক্ত ব্রহ্মচারির লক্ষণ প্রদর্শিত হইতেছে যথা —

" স্বীকরোতি যদা বেদংচরেদ্বেদ ব্রতানিচ।
ব্রহ্মচারী ভবেত্তাবদূর্দ্ধ্বংস্নাতো ভবেদ্‌গৃহী॥"

অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন ও বেদ ব্রতাচরণ কালে ব্রহ্মচারী বলা যায় ইত্যাদি। এইক্ষণে ব্রহ্মচর্য্যের অঙ্গ বেদাধ্যয়ন ও বেদ ব্রতাচরণ সিদ্ধ হইল। ব্রহ্মচর্য্যের এই অঙ্গদ্বয়ের মধ্যে বেদাধ্যয়ন বিধবাদিগের সেব্য কি-না তাহা অগ্রে বিবেচনা আবশ্যক। স্ত্রীজাতির পক্ষে বেদাধ্যয়ন নানা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে তন্মধ্যে পরাশরভাষ্যধৃত শ্রুতি যথা —

" সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তি।'

অর্থাৎ গায়ত্রী প্রণব বেদ লক্ষ্মীবীজ স্ত্রী শূদ্রের পাঠ্য নহে। এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্যের অপরার্দ্ধ যে বেদ ব্রতাচরণ তাহা বিধবার অনুষ্ঠেয় কি না তাহা বিবেচনাবশ্যক। মনু যাজ্ঞবল্ক্য বিষ্ণুপ্রভৃতি নানা মুনিগণ যে সমস্ত অনুষ্ঠানকে বেদব্রতরূপে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন সে সমস্তই পুরুষ কর্ত্তব্য। অতএব

বেদাধ্যয়ন ও বেদব্রতাচরণরূপ প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য যে বিধবার অনুষ্ঠেয় নহে তাহা সুসিদ্ধ হইল। তবে বিধবার যে ব্রহ্মচর্য্য শাস্ত্রে উল্লেখ আছে তাহা স্বতন্ত্র ব্রহ্মচর্য্য। এই মর্ম্মের পোষকে প্রচেতা মুনির বচনধৃত হইতেছে যথা —

তাম্বূলাভ্যঞ্জনঞ্চৈব কাংস্য পাত্রেচ ভোজনং
যতিশ্চ ব্রহ্মচারীচ বিধবাচ বিবর্জ্জয়েৎ" ॥

অর্থাৎ যতী ব্রহ্মচারী এবং বিধবা তাম্বূল ভক্ষণাদি করিবেন না। এই বচনের মধ্যে ব্রহ্মচারী এবং বিধবার পৃথক বিধান থাকাতে বিধবা ব্রহ্মচর্য্য প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য হইতে পৃথক ধার্য্য হইল। সুতরাং কথিত পুরাণে ব্রহ্মচর্য্যের দীর্ঘকাল নিষেধে বিধবার অনুষ্ঠেয়াচার কোনক্রমে নিষিদ্ধ হইতে পারে না।

শিষ্য। মহাশয়োক্ত নানা প্রমাণ শ্রবণে কলিযুগে বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বোধ হইল। ভাল, "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচনে যে "পতিরন্যোবিধীয়তে" পাঠ আছে, তাহাতে অকার প্রশ্লেষ করিলেও তো বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় হয়?

গুরু। না, তাহা হইলে নারদ সংহিতাদি শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হয় ইহা চিন্তা সহকারে অবধারণ করিবা।

শিষ্য। মহাশয় যে বিধবাবিবাহ নিষেধ প্রতিপন্ন করিলেন তদ্দ্বারা কি অক্ষত যোনিপর্য্যন্ত বিবাহের নিষেধ হইল?

গুরু। অক্ষত যোনি বিধবার পরিণয় ঘটিত বিচারে আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত হই নাই তাহাকে প্রসঙ্গান্তর জ্ঞান করিবা।